উচ্চমাধ্যমিকে চতুর্থ স্থানাধিকারী আদর্শ আগরওয়ালকে নিয়ে সহপাঠীদের উচ্ছ্বাস।

ছবি : অরিজিৎ গাঙ্গুলি

মেধা তালিকায় পিছিয়ে কলকাতার স্কুলগুলি

খারাপ ফলাফলের কারণ খতিয়ে দেখতে বৈঠকে বসবেন শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার: মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিক। মেধা তালিকায় কলকাতাকে টেক্কা দিল জেলা। উচ্চমাধ্যমিকেও প্রথম-দ্বিতীয় ও তৃতীয় জেলা। তবে পাশের নিরিখে পঞ্চম স্থানে কলকাতা। ৮৭.৩৭ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাশ করেছে কলকাতায়। ৯৭.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে কলকাতার মধ্যে সম্ভাব্য প্রথম শ্রী জৈন বিদ্যালয়ের ছাত্র আদর্শ আগরওয়াল। মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থান পেয়েছে আদর্শ। এছাড়াও সপ্তম স্থানে আছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অরণ্য দত্ত, অষ্টম স্থানে আছে সেন্ট লরেন্স হাইস্কুলের সুপ্রতীম কুণ্ডু ও নব-নালন্দা হাইস্কুলের ঋত মুখোপাধ্যায়। সব মিলিয়ে মেধা তালিকায় কার্যত কলকাতাকে অনেকটাই পেছনে ফেলে দিয়েছে জেলার স্কুলগুলি। মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকেও কলকাতার ফল নিয়ে রীতিমত হতাশ শিক্ষা দফতর। শহরের শিক্ষার মান নিয়ে আলোচনা করতে এবার কলকাতার সরকারি স্কুলগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এর আগেও মাধ্যমিকে কলকাতার স্কুলগুলির ফলাফল নিয়েও একইভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এমনকী তখনই খারাপ ফলাফলের কারণ কলকাতার স্কুলগুলিকে খতিয়ে দেখা উচিত বলেও মত দেন শিক্ষামন্ত্রী। পাশাপাশি পার্থ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, 'কলকাতার পড়ুয়ারা বেশি সোশ্যাল মিডিয়াতেই ব্যস্ত থাকে।' মঙ্গলবার উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলেও কলকাতার স্কুলগুলি পিছিয়ে পড়ার কারণ খতিয়ে দেখতে এবার কলকাতার সরকারি স্কুলগুলিকে নিয়ে বসার সিদ্ধান্ত নিল শিক্ষা দফতর। সূত্রের খবর, বছর কয়েক আগেও মেধা তালিকায় এক থেকে দশের মধ্যে শহরের একাধিক স্কুলের নাম থাকত। মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিকেও একই অবস্থা হওয়ায় বিষয়টির গভীরে যেতে চায় শিক্ষা দফতর। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, 'কলকাতার স্কুলগুলির দুর্বলতা খুঁজতেই এই বৈঠক। কেন ভাল ফলাফল হচ্ছে না, তা স্কুলগুলিকেও খতিয়ে দেখতে হবে। সরকারি স্কুলগুলিকে নিয়ে বৈঠকে বসা হবে।' পাশাপাশি এদিনও জেলা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ঢালাও প্রশংসা করে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'জেলার ছেলেমেয়েরা সারা বছর ধরে পড়াশুনা করে তাই ভাল ফল করছে।' তিনি আরও বলেন, 'এক সময় যে কলকাতার স্কুলগুলো মেধাতালিকায় ভাল জায়গায় থাকত তারা কেন পিছিয়ে যাচ্ছে এটা খুবই চিন্তার বিষয় তাই বিষয়টি নিয়ে বসা উচিত।' হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুল, স্কটিশ চার্চ, বেথুন, নিবেদিতা গার্লসের মতো শহরের প্রথমসারির স্কুলগুলি কী কারণে পিছিয়ে পড়ছে, তা খতিয়ে দেখতে এই বৈঠক বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

Warm Welcome
Career Educ

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এডুকেশন ফেয়ারের উদ্বোধনে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ অমিত-পার্থর

স্টাফ রিপোর্টার: পণ্য পরিষেবা কর নিয়ে ফের কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতে জড়াল রাজ্য। সোমবার গবাদি পশু নিয়ে কেন্দ্রের 'ফরমানে'র বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর মঙ্গলবার জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র ও পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র বিভিন্ন রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে তৈরি এমপাওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি জিএসটি কাউন্সিলেরও সদস্য। এদিন নবান্নে অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রীতিমতো তোপ দেগে বলেন, 'জিএসটির নাম করে ইচ্ছেমতো ট্যাক্স বসাচ্ছে কেন্দ্র। এখনও পর্যন্ত জিএসটি নিয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি করা হয়নি। এমনকী কেন্দ্রের কাছে উপযুক্ত পরিকাঠামোও নেই।' ইতিমধ্যে বেশকিছু বিষয় নিয়ে এমপাওয়ার্ড কমিটি জিএসটি কাউন্সিলে রাজ্যের আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন অমিত মিত্র। এমনকী সহমতের ভিত্তিতে বেশকিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে ক্ষুদ্র শিল্প, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, সবজি, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, চর্মশিল্প, চলচ্চিত্র শিল্প ও পুস্তকের ক্ষেত্রে জিএসটিতে প্রচুর পরিমাণে ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে। এদিন তার বিরোধিতা করেই অমিত মিত্র বলেন, 'সাধারণ মানুষের জন্য আমাদের লড়াই। আমরা কাউন্সিলে সেই লড়াই চালিয়ে যাব। রাজ্যের দাবি কেন্দ্রকে মানতে হবে। শেষ পর্যন্ত লড়াই চলবে'। এর আগে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে উপস্থিত না থাকলেও ৩ জুন জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির ডাকা বৈঠকে যাবেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'এই বৈঠকেই রাজ্যের আপত্তিগুলো ধরব। তবে আমার মনে হয়, ১ জুলাইয়ের আগে কোনওভাবেই জিএসটি চালু করা উচিত নয়।' অর্থমন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়েই এদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগ তোলেন পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'জিএসটি নিয়ে একতরফা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কেন্দ্র। এর ফলে শ্রমজীবী মানুষ থেকে শুরু করে সাধারণ মধ্যবিত্তর উপর চাপ বাড়ছে।' তবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জিএসটি নিয়ে রাজ্যও যে চুপ থাকবে না তাও এদিন স্পষ্ট করে দেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিলে হবে না। চালাকি করলেও হবে না। সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

যতদিন রাজ্যের আপত্তি মানা না হবে ততদিন লড়াই চলবে।' বিধানসভা অধিবেশন ডেকেই রাজ্যে জিএসটি বিল পাস করাতে হবে। সেক্ষেত্রে কবে নাগাদ জিএসটি পাস করাতে অধিবেশন বসবে তা জানতে চাওয়ায় পরিষদীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, কেন্দ্র রাজ্যের দাবি মানলেই অধিবেশন নিয়ে ভাবা যাবে।

বিক্রমের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু কলকাতা পুলিশের

স্টাফ রিপোর্টার : এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর সোনিকা মৃত্যুর তদন্তে নয়া মোড়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটির 'মোকানিক্যাল রিপোর্ট'-এর উপর ভিত্তি করে এদিন আলিপুর আদালতে বিক্রমের বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা যুক্ত করার আবেদন জানানো হয়। আদালতের পক্ষ থেকে তদন্তকারী আধিকারিকদের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে বলে জানান কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (অপারাধ দমন) বিশাল গর্গ।

উল্লেখ্য, ২৯ এপ্রিল রাসবিহারির কছে গাড়ি দুর্ঘটনায় উঠতি মডেল সোনিকা চৌহানের মৃত্যুর পর টলি অভিনেতা বিক্রমের বিরুদ্ধে টালিগঞ্জ থানায় মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো এবং অবহেলার ফলে মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছিল। এই মমলায় অপরাধ প্রমাণিত হলে বিক্রমের বড় জোর দু'বছরের জেল ও জরিমানা হতো। এছাড়া এটি ছিল জামিনযোগ্য ধারা। যার ফলে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই অলিপুর আদালতে আবেদন জানিয়ে বিক্রম ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জামিন পায়। কিন্তু এদিন ৩০৪ ধারা যুক্ত হওয়ায় অভিনেতা বিক্রমের সংকট বাড়ল। এই মামলায় অনিচ্ছাকৃত খুনের দায়ে এবার সর্বোচ্চ ১০ বছরের জেল ও জারিমানা হতে পারে জনপ্রিয় অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের। গাড়ির ফরেন্সিক রিপোর্ট অনুযায়ী, দুর্ঘটনার আগে গাড়ির গতি ছিল ঘণ্টায় ৯০-১১৫ কিমি। ঘটনা ঘটার ঠিক ৪.৬ সেকেন্ড আগে গাড়ি চলেছিল ঘণ্টায় ১০৫ কিমি গতিতে। ঠিক ২.১ সেকেন্ড আগে গাড়ির গতি ৯৩ কিমি / ঘণ্টা, এবং এক্কেবারে শেষ মহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটার ১.৬ সেকেন্ড আগেও বিক্রম গাড়ির ব্রেক কষেনি বলেই রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে গাড়ির সামনে ধাক্কা না লাগায় এয়ারব্যাগ খোলেনি তাও ফরেন্সিক রিপোর্টে বলা হয়েছে। এছাড়া গাড়ির চালকের সিটে থাকা বিক্রম সিটবেল্ট বেঁধে থাকলেও সোনিকা সিটবেল্ট বাঁধেননি বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত বলে জানান যুগ্ম কমিশনার (সদর) বিশাল গর্গ। পুলিশ সূত্রের খবর, তদন্তের গতি যেদিকে যাচ্ছে তাতে মদ্যপ অবস্থায় জেনেশুনে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোতেই সোনিকার মৃত্যু হয়েছে বলেই মনে করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত, ২৯ এপ্রিল ভোর রাতে গড়িয়াহাট থেকে রাসবিহারির দিকে আসার পথেই লেক মলের কাছে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সোনিকা চৌহানের। ঘটনায় আহত হন অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ও। এরপরেই শুরু হয় নতুন নাটক। বিক্রমের বিরুদ্ধে প্রভাবশালী তকমায় কঠিন ধারা যুক্ত করা হয়নি বলে সরব হয়ে পথে নামেন সোনিকার বন্ধু-বান্ধবরা।

ফেশবুকে 'জাস্টিশ ফর সোনিকা' নামে একটি গ্রুমে সোচ্চার হয় তাঁরা। অন্যদিকে থেমে ছিলনা জনপ্রিয় অভিনেতা বিক্রমের ফ্যান-ফলোয়ার্সরাও। 'ভয়েস ফর বিক্রম' ফেশবুক পেজে বিক্রমের হয়ে সওয়াল শুরু করেন তাঁরাও। নানা মহল থেকে নানা মন্তব্য ওঠায় মে মাসের মাঝামাঝি তদন্ত শুরু করে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শী, বিক্রম-সোনিকার বন্ধু, হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে সেদিন বিক্রমদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া গাড়ির চালকের বয়ান রেকর্ড করা হয়। সোনিকার চার বন্ধু ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গোপন জবানবন্দি দেয়। সব মিলিয়ে টানটান উত্তেজনার মধ্যেই গাড়ির ফরেন্সিক রিপোর্ট থেকে বিক্রম-সোনিকার সেদিনের রক্তের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টও হাতে না আসায় থমকে ছিল তদন্তের গতি। ইতিমধ্যে এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর অনিচ্ছাকৃত খুনের ধারা যুক্ত হওয়ায় সোনিকা মৃত্যুর ঘটনায় নিল নতুন মোড়।

উচ্চমাধ্যমিকেও পরীক্ষাসূচি জানাতে পারল না সংসদ

স্টাফ রিপোর্টার: মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিকেও অঘোষিত পরীক্ষা সূচি। এক কথায় যা নজিরবিহীনও। ফলাফল ঘোষণার দিনেই পরবর্তী মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকের সূচি জানিয়ে দেওয়াই প্রথা। তবে মাধ্যমিকেই সেই প্রথা ভাঙা হয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ও জানাতে পারেননি আগামী মাধ্যমিকের পরীক্ষাসূচি। একইভাবে মঙ্গলবার উচ্চমাধ্যমিকের ফল ঘোষণা করলেও আগামী বছরের পরীক্ষাসূচি জানাতে পারলেন না উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি মহুয়া দাস। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে একই ধারা বজায় রাখায় এই দুই পরীক্ষা নিয়েই ধোঁয়াশা তৈরি হল। উঠে এল পঞ্চায়েত নির্বাচনের তত্ত্বও।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই কি এই দু'টি পরীক্ষা সূচিতে রদবদল হতে চলেছে? সূত্রের খবর, আগামী বছর প্রায় এক মাস পিছোতে পারে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পিছোতে পারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাও। নতুন করে পরীক্ষার সূচি তৈরি করছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সূত্রের খবর, এই নতুন সূচিতে মাধ্যমিক হতে পারে ১৫ মার্চ থেকে।

গবাদি পশু নিয়ে মোদী সরকারের নির্দেশিকার সমালোচনায় অধীর-সেলিম

বিশেষ উদ্দেশ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র : দিলীপ ঘোষ

স্টাফ রিপোর্টার: গবাদি পশু কেনাবেচা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ফরমানের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে মাদ্রাজ হাইকোর্ট। কিন্তু তাই বলে এই বিতর্ক থেমে নেই। লেগে রয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। এ রাজ্যেও তার আঁচ লক্ষ করা গেল।. এক জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার গো-বিধির উপর ৪ সপ্তাহের জন্য স্থগিতাদেশ জারি করেছে মাদ্রাজ হাইকোর্ট। কেন্দ্রের কাছে হলফনামাও তলব করেছে আদালত। এই পরিপ্রেক্ষিতে গবাদি পশু সংক্রান্ত কেন্দ্রের নির্দেশিকার সমালোচনা করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি এদিন বলেন, 'বিজেপি পরিচালিত এনডিএ সরকার পরিকল্পিতভাবে আরএসএস-এর এজেন্ডা চালু করতে চাইছে ভারতবর্ষ জুড়ে। পশুদের উপর নৃশংসতা বন্ধ করার নামে জোর করে নির্দেশিকা চাপিয়ে দিতে চাইছে সাধারণ মানুষের উপর। যদি পশুদের উপর নৃশংসতা বন্ধ করতে হয় তা হলে কেন্দ্র সংসদে আইন আনুক। সেটা না করে জোর করে তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চাইছে কেন্দ্র।' অধীর চৌধুরির আরও বক্তব্য, 'গণতান্ত্রিক দেশে সাধারণ মানুষের উপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় না। কে কী খাবে, কে কী পরবে, কী ভাষায় কথা বলবে এসব রাষ্ট্র সাধারণ মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না। জবরদস্তি করছে কেন্দ্র।' গবাদি পশু নিয়ে কেন্দ্রের নির্দেশিকার সমালোচনা করেছেন সিপিএম সাংসদ মহম্মদ সেলিমও। তাঁর বক্তব্য, 'গো-রক্ষার নামে রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষকে বিপদে ফেলা হচ্ছে। খরার কারণে ঠিকমতো জল পাওয়া যাচ্ছে না, খাবার পাওয়া যাচ্ছে না। ফসলের দাম পাচ্ছে না কৃষকরা। এই সময় গবাদি পশু বিক্রি করে বাড়তি আয় করে কৃষকরা। কিন্তু সেটাও বন্ধ করে দিতে চাইছে কেন্দ্র।' তবে বিরোধীদের যুক্তি মানতে নারাজ বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'আদালত আদালতের কাজ করেছে। কেন গবাদি পশুর কেনাবেচা নিয়ে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে তার যুক্তি নিশ্চয় সরকার আদালতকে জানাবে। কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই কেন্দ্র এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'কেন্দ্রের নির্দেশিকায় হয়তো কিছু মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরও অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু কৃষক, কৃষি ও গো-সম্পদকে রক্ষা করতেই কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত।' প্রসঙ্গত, সম্প্রতি পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা রোধ আইনের আওতায় কেন্দ্রের তরফে নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়। কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেই নির্দেশিকায় বলা হয়, উত্তর-পূর্ব ভারত বাদে সারা দেশে কোথাও কসাইখানার জন্য গবাদি পশু বাজারে কেনাবেচা করা যাবে না। শুধু চাষবাসের ক্ষেত্রে পশু কেনাবেচা করা যাবে। সেক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতে হবে। কেন্দ্রের সেই নির্দেশিকা নিয়েই দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

কবিনজরুল মেট্রো স্টেশনে বসার আসনের উদ্বোধনে সুগত বসু।

সল্টলেকে পথদুর্ঘটনায় আহত ৪

স্টাফ রিপোর্টার : মঙ্গলবার রাত ৮টা নাগাদ সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের ফিলিপস মোড়ের পথদুর্ঘটনায় মারাত্মক জখম হয় ৪ ব্যক্তি। এদের মধ্যে একজন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া ও একজন ট্যাক্সিচালক। জানা গিয়েছে, শিয়ালদহ থেকে সল্টলেকের দিকে আসা একটি বেসরকারি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে তিন পথচারিকে ধাক্কা মারে। এরপর বাসের চালক গাড়ি নিয়ে পালাতে গিয়ে আরও একটি ট্যাক্সিতে ধাক্কা মারে। ওই ট্যাক্সি চালকও মারাত্মক আহত হয়। আহত হয় এক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াও। এরপর বাসের চালককে ধরে ফেলে স্থানীয় জনতা ও বাড়িমুখো সেক্টর ফাইভের কর্মীরা। বাসের চালককে মারধর করা হয়। বাসের চালক ও কন্ডাক্টরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। বাসটিকেও আটক করেছে ইসিপিএস থানার পুলিশ।

বরফ কারখানায় অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার : বরফ কারখানাগুলিতে মঙ্গলবার অভিযান চালান কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ। সরবৎ এবং খাওয়ার নিম্ন মানের বরফ ব্যবহার চলছে রমরমিয়ে। সেই জন্য এদিন বরফ কারখানাগুলিতে অভিযান চালান তিনি। রাসায়নিকভাবে তৈরি এই বরফগুলি খাওয়ার অনুপযুক্ত। এ কথা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই তাদের শংসাপত্রে উল্লেখ করতে হবে। যেমনটা সিগারেট বা পান মশলার প্যাকেটে উল্লেখ করা থাকে। অর্থাৎ এই বরফ খাওয়ার অনুপযুক্ত এই কথা লেখা থাকবে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের দোকানে। পাশাপাশি এই বরফে ব্যবহৃত রং পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাগারে। এই নিয়ে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করবেন বলে জানিয়েছেন অতীনবাবু। খাদ্য ব্যবহৃত বরফ আলাদাভাবে, আলাদা রঙে চিহ্নিত করতে হবে। খাদ্যের ব্যবহারের উপযুক্ত নয় এমন বরফও চিহ্নিত করতে হবে।